চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২৯.০৬.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নগরীকে আলোকায়িত করা হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন
৩১.৬৩ কিলোমিটার সড়কে স্মার্ট এলইডি বাতি স্থাপন কাজের উদ্বোধন

চট্টগ্রাম শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোকে আধুনিক ও আলোকিত করতে এলইডি বাতি স্থাপন কার্যক্রম শুরু করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক)। এ লক্ষ্যে রোববার নগরীর ৮ নম্বর শোলকবহর ওয়ার্ডের আবদুল হামিদ সড়কে বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপনের মাধ্যমে স্মার্ট এলইডি বাতি স্থাপন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।মেয়র বলেন, "নগরবাসীর নিরাপদ ও স্বস্তিকর চলাচলের জন্য অন্ধকারমুক্ত নগরী গড়ে তোলা আমাদের অঙ্গীকার। এই আলোকায়ন প্রকল্প তারই অংশ।" বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন 'বিদ্যুৎবাতি উন্নয়ন কার্যক্রম (অঞ্চল-১, ধাপ-১)' এবং 'বিদ্যুৎবাতি উন্নয়ন কার্যক্রম (অঞ্চল-৫, ধাপ-১)' শীর্ষক দুটি উপ-প্রকল্পের আওতায় ১০টি ওয়ার্ডে মোট ৩১.৬৩ কিলোমিটার সড়কে ১৮ কোটি ৭৬ লাখ টাকা ব্যয়ে

১২৬৫টি স্মার্ট এলইডি বাতি স্থাপন করা হবে। এই আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আলোকায়ন ব্যবস্থাকে স্মার্ট নগরীতে রূপান্তরের প্রথম ধাপ হিসেবে আমরা দেখছি। এটি শুধু নিরাপত্তাই নয়, সৌন্দর্যও বাড়াবে।এই স্মার্ট এলইডি বাতিগুলো ক্লাউড সার্ভারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও তত্ত্বাবধান করা যাবে, যার ফলে আলো চালু বা বন্ধ, যন্ত্রের ত্রুটি শনাক্ত এবং রক্ষণাবেক্ষণ আরও সহজ হবে বলে জানান প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান সোহেল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(বিদ্যুৎ) মো. জসীম উদ্দীন,নির্বাহী প্রকৌশলী(বিদ্যুৎ) শাফকাত বিন আমিন, প্রকল্পের আলোকায়ন কাজের সমন্বয়কারী সহকারী প্রকৌশলী সরওয়ার আলম খান, সহকারী প্রকৌশলী অনিক দাশগুপ্ত, ফখরুল ইসলাম, রূপক চন্দ্র দাশ, এনামুল হক, কামাল হোসেন, সালাহ উদ্দিন ইউসুফ মজুমদার, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ফিলামেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এর চেয়ারম্যান মো: আতাউর রহমান সরকার রুজেল ও জামেয়া মাদানীয়া শোলকবহর মাদ্রাসার শিক্ষা পরিচালক মাওলানা হারুনুর রশিদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আশরাফ চৌধুরী,নগর বিএনপির সদস্য মাহবুবুল ইসলাম হুমায়ুন, ৮নং শোলকবহর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, সেক্রেটারি হাসান চৌধুরী ওসমান।

বাকলিয়া স্টেডিয়াম হবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ক্রীড়াঙ্গন: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বাকলিয়া স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াঙ্গনে রূপান্তরের ঘোষণা দিয়েছেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। আজ রবিবার মাঠটির সংস্কার কাজের উদ্বোধন করেন তিনি। ফটিস গ্রুপের অর্থায়ন ও বাস্তবায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। একই দিনে তিনি হালিশহর হাউজিং এস্টেটের বিডিআর মাঠের সংস্কার কাজেরও উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে মেয়র বলেন, "আমার ইচ্ছা নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডেই খেলার মাঠ, ওয়াকিং স্পেস ও শিশুপার্ক গড়ে তোলা। চসিকের পক্ষ থেকে নাগরিকদের সুস্থ বিনোদন নিশ্চিত করতে আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এছাড়াও অন্যান্য সরকারি সংস্থার সাথেও ভূমি বরাদ্দের বিষয়ে আলোচনা চলছে।" তিনি বলেন, "আমি দেখেছি শিশুদের খেলার অধিকারেও বৈষম্য তৈরি হয়েছে। টার্ফ মাঠ তৈরি হওয়ায় অস্বচ্ছল পরিবারের শিশুরা সেখানে খেলতে পারছে না। এটা যেন না হয়, সে জন্য আমার লক্ষ্য প্রতিটি ওয়ার্ডে উন্মুক্ত খেলার মাঠ গড়ে তোলা। শিশুদের মাঠে ফিরাতে পারলে মাদক ও কিশোর গ্যাংয়ের মতো সামাজিক সমস্যা অনেকাংশে কমে আসবে।" শিশু-কিশোরদের পরিপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক

বিকাশের ক্ষেত্রে মাঠ ও খেলার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে মেয়র আরও বলেন, "আমরা দেখতে পাচ্ছি, ছোটদের অনেকেই এখন মোবাইলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। এটা প্রযুক্তির যুগ, তবে সারাদিন মোবাইল স্ক্রিনে চোখ রাখলে সুস্থ দেহ গঠন সম্ভব নয়। একসময় যেসব রোগ শুধু ৬০ বছরের পর দেখা যেত, সেগুলো এখন ২০-৪০ বছর বয়সীদের মধ্যেই দেখা দিচ্ছে। এটা একটি ওয়ার্নিং সাইন। এ অবস্থা থেকে বের হতে হলে শিশু-কিশোরদের মাঠে ফেরানো অত্যন্ত জরুরি।" তিনি বলেন, "চট্টগ্রাম একসময় খেলোয়াড় তৈরির কারখানা ছিল। এখন মাঠ সংকটে নতুন খেলোয়াড় উঠে আসছে না। তাই আমরা মাঠগুলোকে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি আধুনিকায়ন করছি।" বাকলিয়া স্টেডিয়াম সম্পর্কে মেয়র বলেন, "এই মাঠটি কর্ণফুলীর পাড়ে অবস্থিত হওয়ায় এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। এটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে পারলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন সম্ভব হবে। যেমন অস্ট্রেলিয়ায় ছোট ছোট গ্যালারিসহ আধুনিক মাঠ তৈরি করা হয়, তেমনি আমরাও এই মাঠকে একটি আদর্শ ক্রীড়াঙ্গনে রূপান্তর করতে চাই।" অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. খালেকুজ্জামান,আমিনুল ইসলাম আমিন, আ ন ম ওয়াহিদ দুলাল, মোশারফ হোসেন ডিপটি, ফরিদ আহমেদ বাবু, চসিক মেয়রের ক্রীড়া প্রতিনিধি আবদুল আহাদ রিপন, শাহাদাত হোসেন, মফিজুর রহমান মফিজ, গোলাম মোরশেদ চৌধুরী, নানু চৌধুরী, ইকবাল হোসেন ও আলী আকবর।

"সচেতন না হলে করোনা ও মশা বিপদের কারণ হবে": মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

নতুন প্রজাতির করোনা ভাইরাস 'অমিক্রন এক্স বিবি নিয়ে চট্টগ্রামে সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। অনুষ্ঠিত রবিবার নগর ভবনের চসিক সম্মেলন কক্ষেচট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) উদ্যোগে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে প্রস্তুতিমূলক সমন্বয় সভা শেষে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন চলমান পরিস্থিতি নিয়ে বলেন, "কোভিডের এই ধরনটি পূর্বের ডেলটা ভ্যারিয়েন্টের চাইতে বেশি শক্তিশালী। ইতোমধ্যে চট্টগ্রামে ১০০-এর বেশি রোগী আক্রান্ত হয়েছেন এবং ৬ জনেরও বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন।" মেয়র বলেন, "এই ভাইরাসটি কতটা ভয়ংকর হতে পারে, তা বোঝার পরও আমরা অনেকেই উদাসীন। আমি নিজে পুরো শহর পরিদর্শন করে দেখেছি—মানুষ এখনো যথাযথভাবে মাস্ক পরছে না, স্যানিটাইজার ব্যবহার করছে না, নিরাপদ দূরত্ব মানছে না। এ অবস্থায় ব্যাপক সচেতনতা জরুরি।" মেয়র আরও বলেন, "নিয়মিত মাস্ক ব্যবহার, হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশির সময় মুখ ঢেকে রাখা এবং দূরত্ব বজায় রাখলেই আমরা এই ভাইরাসের বিস্তার রোধ করতে পারি।" ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধেও সিটি কর্পোরেশন জোরালো পদক্ষেপ নিয়েছে জানিয়ে মেয়র বলেন, "এই দুটি রোগই মশাবাহিত। গতকাল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিন মাসব্যাপী এক বিশেষ 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালু করা হয়েছে। আমরা নতুন একটি উন্নতমানের ওষুধ এনেছি, যা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো থেকে আমদানি করা হয়েছে এবং এটি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহারে ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে।" মেয়র বলেন, "ডেঙ্গুর নতুন ভ্যারিয়েন্টগুলো সাধারণত স্বচ্ছ পানিতে জন্ম নেয়। বাড়ির আশপাশে প্লাস্টিক বোতল, ডাবের খোসা, পলিথিন বা নির্মাণসামগ্রীর কন্টেনারে পানি জমে থাকলে সেখানে এডিস মশার লার্ভা জন্ম নিতে পারে। এমনকি এক বা দুই মিলিলিটার পানিতেও এই মশার জন্ম হতে পারে।" মেয়র সতর্ক করেন, "বর্ষার এই সময়ে আমাদের সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। প্রতিটি বাসায় যেন পানি জমে না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। নির্মাণাধীন ভবনের সামগ্রী ঢেকে রাখা, ফুলের টব, এসি পাইপের পানি এসবের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।"

ডা. শাহাদাত বলেন, "ডেঙ্গু প্রতিরোধে আমরা শুধু জনসচেতনতা গড়েই থেমে নেই। লিফলেট বিতরণ, মাইকিং, ব্যানার-ফেস্টুনের পাশাপাশি আমরা ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে অভিযান চালাচ্ছি। যেখানে পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডও হতে পারে।"

মেয়র জানান, "আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরই ডেঙ্গু রোগীদের জন্য ডেডিকেটেড হাসপাতাল নির্ধারণ করেছি। এসব হাসপাতালে এন্টিজেন পরীক্ষা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হচ্ছে। করোনার জন্য আমরা আইসোলেশন সেন্টার চালু করেছি, যেখানে রয়েছে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর, চিকিৎসক ও নার্স। " তিনি বলেন, "করোনা শনাক্তে র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্ট ও ডেঙ্গু শনাক্তে পূর্ণ রক্ত পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসাসেবা সেখানে সরবরাহ করা হচ্ছে। আমরা বিনামূল্যে করোনার ভ্যাকসিনও দিচ্ছি, যারা গত এক বছরে বুস্টার ডোজ নেয়নি, তারা এখন নিতে পারছে।"

মেয়র আরও বলেন, "চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, জেনারেল হাসপাতাল, মা ও শিশু হাসপাতাল এবং বেশ কয়েকটি প্রাইভেট হাসপাতাল ও ল্যাবে আইসিইউ, হাই-ফ্লো অক্সিজেন এবং আরটি-পিসিআর পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।" সবশেষে মেয়র বলেন, "প্রতিরোধই সবচেয়ে ভালো পথ। মাস্ক ব্যবহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং হালকা উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত টেস্ট করানো—এইগুলো মেনে চললেই আমরা বড় বিপদ থেকে বাঁচতে পারবো।"

চসিকের অভিযান দুই বেকারি সহ তিন প্রতিষ্ঠানকে ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা এর নেতৃত্বে আজ নগরীতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। অভিযানে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে বেকারি পণ্য প্রস্তুত, এ্যামোনিয়াসহ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ও নষ্ট ডিম ব্যবহার করে বেকারি পণ্য প্রস্তুত ও বিক্রির জন্য সংরক্ষণ করার অপরাধে নগরীর পশ্চিম বাকলিয়ার ঢাকা সুপার বেকারিকে ৪০ হাজার টাকা, বাটালী রোডের তোফা ফুডস প্রোডাক্টসকে ২০ হাজার টাকা এবং মুরগির দোকানের ময়লা আবর্জনার কারণে আশপাশের পরিবেশ নোংরা ও দুর্গন্ধময় করার অপরাধে খামারী মুরগির দোকানকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮